প্রথম আলো

তারিখ 05 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

মাত্রাতিরিক্ত ফি আদায় ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেন শিক্ষার্থীরা

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

নোয়াখালী অফিস ●

ভর্তি ফি ২৫ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করাসহ আট দফা দাবিতে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তির কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার সকাল নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের প্রায় তিন শ শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসের বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজি মোহাম্মদ ইদ্রিস মিলনায়তনের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। এই মিলনায়তনেই ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বাংলাদেশের অন্য যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি অনেক বেশি। মাত্রাতিরিক্ত ভর্তি ফি কমানোর বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু প্রশাসন তাঁদের দাবি বিবেচনায় নেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তির সময় একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সব মিলিয়ে ৮ হাজার ৫৭০ টাকা নেওয়া হয়। বাণিজ্য, সমাজবিজ্ঞান ও কলা অনুষদে নেওয়া হয় ৮ হাজার ৬০ টাকা। চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেওয়া হয় ১১ হাজার টাকা।

এ বিষয়ে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. মমিনুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, গত তিন-চার বছর ভর্তি ফি বাড়ানো হয়নি। আগে যা ছিল এবারও তা-ই নেওয়া হচ্ছে। ভর্তির সময় প্রতি শিক্ষার্থীকে ২৫ হাজার টাকা নিয়ে আসতে বলেছেন তাঁরা। বিভিন্ন অনুষদ অনুযায়ী ভর্তি ফির তারতম্য হয়। শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া নিয়ে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা আলোচনায় বসেছেন। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

মাত্রাতিরিক্ত ফি আদায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অন্য দাবির মধ্যে রয়েছে বিভাগের মার্কশিটের ফি (প্রতি সেমিস্টারের জন্য) ২০ টাকা ও সাময়িক সনদপত্রের ফি ৫০ টাকা করা। বিভিন্ন সেমিস্টারে পুনঃপরীক্ষার ফি প্রত্যাহার করা। বর্তমানে প্রতি সেমিস্টারে বিভাগীয় মার্কশিটের ফি ৫০-১০০, সাময়িক সনদপত্র নিতে লাগে ১৫০০-২০০০ টাকা, পুনঃপরীক্ষার ফি ৮০০ টাকা।

অবশ্য হঠাৎ ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্যাম্পাসে আসা অভিভাবকেরা সমস্যায় পড়েন। ঢাকা থেকে আসা অভিভাবক আনোয়ারুল আজিম বলেন, তিনি ছেলেকে ভর্তি করাতে গতকাল সকালে নোয়াখালী পৌঁছান। আন্দোলনের কারণে ছেলেকে ভর্তি করাতে পারেননি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি অনেক বেশি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

রোববার ভর্তি কার্যক্রম চলাকালে ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালন করা এক আনসার সদস্যকে মারধর এবং শিক্ষকদের সঙ্গে অসদাচরণের ঘটনায় চার শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। তবে বহিষ্কারের ওই ঘটনার সঙ্গে আন্দোলনের যোগসূত্র নেই বলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানান। এর পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা বলেন, ভর্তি কার্যক্রম বন্ধের আন্দোলন চললেও ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করেননি তাঁরা।

ভর্তি ফি কমানো নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিষয়ে গতকাল রাত সোয়া আটটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আলোচনার পর উপাচার্য ভর্তি ফি ৮ হাজার টাকা কমানোর ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে অনড় রয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা হবে।